بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ) এর একজন অতীব নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মর্ডেনস্থ মসজিদ বাইতুল ফুতুহ লণ্ডনে প্রদত্ত ২২ নভেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আজ আমি হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ বা মিক্বদাদ বিন আমর-এর স্মৃতিচারণ করব, তার প্রকৃত নাম মিক্বদাদ বিন আমর। হযরত মিক্বদাদ-এর পিতার নাম ছিল আমর বিন সালেবা, অবশ্য হযরত মিক্বদাদকে আসওয়াদ বিন ইয়াগূস এর প্রতি আরোপ করা হয় কেননা তিনি তাকে শৈশবে পালক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ নামে সুপরিচিত হন। যাহোক আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ এটিই যে, ادعوهم لابائهم অর্থাৎ পালক-পুত্রদের ও যারা কারো প্রতি আরোপিত হয় তাদেরকেও পিতার নামে ডাকা উচিত কেননা প্রকৃত বংশ পরিচয় পিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

মহানবী (সাঃ) তাঁর চাচা হযরত যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব এর কন্যা যুবাআ-র সাথে তার বিয়ে দেন আর তাদের ঘরে দু'টি সন্তান করীমা এবং আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। আব্দুল্লাহ্ জামাল-এর যুদ্ধে হযরত আয়েশার পক্ষে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) যুবাআকে খায়বার-এর ৪০ ওয়াসাক খেজুর দান করেছিলেন যা প্রায় দেড়শ মণ বা বলতে পারেন ৬০০০ কিলোর মতো হয়। হযরত মিক্বদাদ এর কন্যা করীমা তার (অর্থাৎ মিক্বদাদ-এর) অবয়ব বর্ণনা করেন যে, তিনি দীর্ঘাকৃতির ও গোধুমবর্ণের ছিলেন। তার পেট ছিল বড় এবং মাথায় চুল ছিল ঘন। তিনি তাঁর দাড়িতে হলুদ রং লাগাতেন যা খুবই সুন্দর ছিল, না বড় ছিল আর না ছোট। তার চোখ কালো আর ভ্রু ছিল সরু ও লম্বা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) সেই সাতজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা মক্কায় সর্বপ্রথম তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের মধ্যে হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। স্বল্পকাল পরে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মহানবী (সাঃ) হিজরত করে যখন মদিনায় গমন করেন, সে সময় হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) হিজরত করতে পারেন নি। এরপর মহানবী (সাঃ) হযরত উবায়দা বিন হারেস (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ না করা পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন।

ওদ্দান এর অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে মহানবী (সাঃ) তাঁর এক ঘনিষ্ট আত্মীয় ওবায়দা বিন আল-হারেস মুত্তালাবী'র নেতৃত্বে ষাটজন উষ্ট্রারোহী মুহাজেরের সমন্বয়ে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য মক্কার কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করা ও তাদের বাঁধা দেওয়া ছিল। অতএব ওবায়দা বিন হারেস এবং তার সঙ্গীরা যখন কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে সানীয়াতুল মার্‌রা-য় পৌঁছেন তখন হঠাৎ দেখেন যে, কুরাইশদের দু'শ সশস্ত্র যুবক ইকরামা বিন আবু জাহল এর নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে রেখেছে। উভয়পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং পরস্পরের মাঝে কিছুটা তীর বিনিময়ও হয়। কিন্তু এরপর মুশরিকদের দল এই ভয়ে ভীত হয় যে, মুসলমানদের পেছনে হয়ত তাদের সাহায্যার্থে আরো সৈন্য লুকিয়ে থাকবে ,তাই তারা তাদের মোকাবিলা থেকে পিছু হটে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। তবে মুশরিক বাহিনীর দুই ব্যক্তি মিক্বদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান–ইকরামা বিন আবু জাহল এর দল থেকে নিজেরা পালিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয় আর বর্ণিত আছে যে, তারা এ উদ্দেশ্যেই কুরাইশদের সাথে যাত্রা করেছিল যে, সুযোগ বুঝে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবে, কেননা তারা মনে মনে মুসলমান ছিল।

মদিনায় হিজরতের সময় হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) হযরত কুলসুম বিন হিদম এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) ও হযরত জব্বার বিন সাখর

(রাঃ) এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবী (সাঃ) হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) কে আনসারদের খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনু হুদায়লাহ্'র পাড়ায় বসবাসের জন্য জায়গা দান করেছিলেন।

হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ) এর তিরন্দাজদের মাঝে একজন ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, শত্রুদের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সাঃ) তাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জানার জন্য, অর্থাৎ তারা যদি আক্রমণ করে তা প্রতিহত করার জন্য বদর অভিমুখে যখন যাত্রা করেন, তখন রওহা নামক স্থানের নিকটে পৌঁছে তিনি বাসীস ও আদী নামের দু'জন সাহাবীকে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খবরা-খবর আনার জন্য বদরের দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা যেন খবর সংগ্রহ করে দ্রুত ফিরে আসে। রওহা অতিক্রম করে মুসলমানরা যখন সাফরা উপত্যকার এক পার্শ্ব ধরে অগ্রসর হয়ে যাফরান নামক স্থানে পৌঁছে যা বদর হতে এক মঞ্জিল বা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। তখন এ সংবাদ আসে যে, কাফেলার সুরক্ষার জন্য মক্কা থেকে অনেক বড় একটি সশস্ত্র বাহিনী আসছে। এ সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সাঃ) সকল সাহাবীকে একত্রিত করে তাদেরকে এ সংবাদ সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চান যে, এখন কী করা উচিত?

জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা একের পর এক দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গমূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং বলেন, আমাদের জীবন ও সম্পদ সবই খোদার, আমরা সর্বক্ষেত্রে সকল সেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। অতএব মিক্বদাদ বিন আমরও বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমরা মূসার সাথিদের ন্যায় নই যে, আপনাকে এই উত্তর দিব যে, যাও, তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা এ কথা বলি যে, আপনি যেখানে ইচ্ছা যান, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা আপনার ডানে ও বামে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করব। এ বক্তৃতা শোনার পর মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হয়ে উঠে।

হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) সম্পর্কে এটিও উল্লিখিত আছে যে, বদরের যুদ্ধে খোদার পথে জিহাদকারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম অশ্বারোহী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে সংকলন করেছেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট কেবল দুটি ঘোড়া ছিল। মুসলমানদের সমরাস্ত্র এবং কাফেরদের সমরাস্ত্র সাজসরঞ্জামের মাঝে কোন তুলনাই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা যখন শত্রুর মোকাবিলা করতে দণ্ডায়মান হন তখন মুহাজির এবং আনসারগণ উভয়ে মহানবী (সাঃ) এর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পূর্ণ করে দেখান।

একবার হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! বলুন তো, যদি কাফেরদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির সাথে আমার মোকাবিলা হয় এবং আমরা দু'জন লড়াই শুরু করি, আর সে তরবারি দিয়ে আমার একটি হাত কেটে ফেলে ও আমার প্রতি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ধরুন সে একটি গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ে এবং বলে যে, আমি আল্লাহ্‌র জন্য মুসলমান হয়ে গেছি; হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! তার এই কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করব? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। হযরত মিক্বদাদ পূনরায় বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ), ধরুন সে আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে আর তারপরে এমনটি বলেছে! মহানবী (সাঃ) বলেন, তাকে হত্যা করো না; কারণ যদি তুমি তাকে হত্যা করে বস তাহলে সে তোমার সেই মর্যাদায় পৌঁছে যাবে যা তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে অর্জন করেছিলে, অর্থাৎ ঈমানের অবস্থানে, আর তুমি তার সেই অবস্থানে চলে যাবে যাতে সে কলেমা পাঠের পূর্বে ছিল, অর্থাৎ কাফেরের অবস্থানে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ হলো কলেমা-পাঠকারীর মর্যাদা যা মহানবী (সাঃ) প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব আলেম ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ড দেখুন! তারা নিজেরা যদি দেখত যে এই হাদীস অনুসারে তারা নিজেরা কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে– মু'মিনের অবস্থানে না কাফেরের অবস্থানে!

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বর্ণনা করেন যে একবার মহানবী (সাঃ) এর উট বনু গাফ্‌ফার গোত্রের এক রাখালের তত্ত্বাবধানে মদিনার বাইরে চরে বেড়াচ্ছিল, বনু ফাযারা গোত্রের উয়াইনা বিন হিসন, বনু গাতফানের কতিপয় অশ্বারোহীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালায় এবং সেই রাখালকে হত্যা করে সেই উট নিয়ে চলে যায়। ঘটনা সর্বপ্রথম হযরত সালামার গোচরে এলে তিনি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। তার আহ্বান শুনে পেয়ে মহানবী (সাঃ) মদিনায় ঘোষণা করান যে, শত্রুর মোকাবেলার জন্য বের হও। তখন তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীরা মহানবী (সাঃ) এর নিকট আসতে আরম্ভ করে এবং তাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম সাড়া দেন তিনি ছিলেন হযরত মিক্বদাদ (রাঃ)।

মহানবী (সাঃ) যখন মক্কায় সেনা অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন এই যুদ্ধাভিযানকে অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। এই অবস্থায় একজন বদরী সাহাবী হযরত হাতেব বিন বালতা' নিজ সরলতা ও বোকামি বসতঃ মক্কা থেকে আগত এক মহিলার সঙ্গে একটি গোপন চিঠি মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাতে মক্কায় আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতির কথা উল্লেখ ছিল। আল্লাহ্তা'লা মহানবী (সাঃ) কে এর সংবাদ প্রদান করেন। অতএব মহানবী (সাঃ) হযরত আলীকে দুই তিন ব্যক্তিসহ, যাদের মাঝে হযরত মিক্বদাদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই নারীর পিছু ধাওয়া করে তার কাছ থেকে সেই পত্র উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আলী বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) আমাকে বলেন রওজায়ে খাখ নামক স্থানে সেই নারীর তোমরা দেখা পাবে। সুতরাং আমরা সেই নারীর কাছে পৌঁছে গেলাম। আমরা সেই পত্রটি নিয়ে মহানবী (সাঃ) এর সমীপে এনে দিলাম।

ইয়ারমুকের যুদ্ধেও হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধে হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) ক্বারী ছিলেন। মহানবী (সাঃ) একটি সেনা অভিযানে হযরত মিক্বদাদকে আমীর নিযুক্ত করেন। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মা'বাদ, তুমি আমীরের পদকে কেমন দেখলে। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! আমি যখন বের হলাম তখন আমার অবস্থা এমন হয় যে, অন্যদেরকে আমি আমার দাস জ্ঞান করছিলাম। এটি শুনে তিনি (সাঃ) বলেন, হে আবু মা'বাদ! আমারত এরূপই হয়ে থাকে, সে ব্যাতীত যাকে আল্লাহ্তা'লা এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখেন। মিক্বদাদ (রাঃ) নিবেদন করেন, অবশ্যই! সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য-সহ নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি দু'জন ব্যক্তির উপরও তত্ত্বাবধায়ক হওয়াও পছন্দ করব না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এ ছিল তাদের তাকওয়ার মান। আমাদের সকল কর্মকর্তাদেরও এটি সর্বদা স্বরণে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথমতঃ আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না, আর যখন কাউকে পদ দেওয়া হয়, দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ্তা'লার কাছে ঐ পদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্তা'লা কখনো অহংকার সৃষ্টি না করেন এবং সর্বদা তাঁর করুণা যাচনা করা উচিত।

হযরত মিক্বদাদ হিম্স এর অবরোধের সময় হযরত আব ওবায়দা বিন জার্রাহ্ এর সাথে ছিলেন। হযরত মিক্বদাদ মিশরের বিজয়েও অংশ নেন।

হযরত জুবায়ের বিন নুফায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) একসময় আমাদের কাছে আসেন এবং বলেন, আল্লাহ্র কসম! মহানবী (সাঃ)কে আমি এটি বলতে শুনেছি যে, সৌভাগ্যবান তারা যাদেরকে ফিতনা এবং নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেন, পরীক্ষা যদি এসেই যায় তাহলে ধৈর্য্য ধারণ কর।

হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) এর পেট বেশ বড় ছিল। তাঁর (রাঃ) একজন রোমীয় দাস ছিল। সে হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) কে বলে, আমি আপনার পেট কেটে চর্বি বের করে দিব। অতএব সে হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) এর পেট কেটে চর্বি বের করে পুনরায় তা সেলাই করে দেয়, কিন্তু এ কারণে হযরত মিক্বদাদের (রাঃ) মৃত্যু হয়। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, যা আবু ফায়েদ কর্তৃক বর্ণিত,হযরত মিক্বদাদ (রাঃ) এর মৃত্যু হয়েছিল দোহনুল খিরওয়া অর্থাৎ কেস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল পান করার ফলে। হযরত মিক্বদাদের মেয়ে করীমা বলেন, হযরত মিক্বদাদের মৃত্যু মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে জুরফ নামক স্থানে হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁর লাশকে মানুষের কাঁধে বহন করে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

মহানবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্তা'লা আমাকে চারজনকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনিও তাদেরকে ভালোবাসেন। জিজ্ঞেস করা হয় যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! তাঁরা কারা? তিনি (সাঃ) বলেন, একজন হলেন আলী, আবুযর, সালমান এবং মিক্বদাদ।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে বুযুর্গ সাথী দান করা হয়েছে কিন্তু আমাকে দান করা হয়েছেচৌদ্দজন । বর্ণনাকারী বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, তাঁরা কারা? তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তিনি (সাঃ) বলেন, একজন আমি, অর্থাৎ হযরত আলী, আমার দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন, জাফর, হামযা, আবুবকর, উমর, মুস'আব বিন উমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, মিক্বদাদ, হুযায়ফা, আবুযর এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ।

হযরত মিক্বদাদ বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের দিকে যান। সেখানে তিনি একটি ইঁদুর দেখতে পান যা গর্ত থেকে একটি দিনার বের করে। এরপর ভেতরে গিয়ে এবং আরেকটি দিনার বের করে এভাবে ১৭ টি দিনার বের করেএরপর একটি লাল রঙের কাপড় বের করে। হযরত মিক্বদাদ বলেন, আমি সেই কাপড়টি টানলে তাতে আরো একটি দিনার পাই। এভাবে মোট আঠারোটি দিনার হয়ে যায়। তারপর আমি সেগুলো নিয়ে বের হই

এবং সেগুলোসহ মহানবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হই আর তাঁর কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করি এবং নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আপনি এগুলোর সদকা গ্রহণ করুন। তিনি (সাঃ) বলেন, এর কোন সদকা নেই, এগুলো নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌তা'লা এগুলোতে তোমার জন্য বরকত দান করুন। এভাবেই আল্লাহ্‌তা'লা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

খুৎবা জুম্মা শেষে, হুযুর আনোয়ার (আইঃ) সূরা ফুরক্বানের ৭৫ নং আয়াত পাঠ করে বলেন, আমাদেরকে সর্বদা এই দোয়া পাঠ করা উচিৎ, দোয়াটি হল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

অর্থাৎ আর সেসব লোক,যারা বলে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক!
আমাদেরকে আমাদের জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের মাধ্যমে চোখের স্নিগ্ধতা দান কর।

আমাদেরকে সব সময় এই দোয়া করা উচিত যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝেও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আর একই সাথে আল্লাহ্‌তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করা উচিত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) এক ব্যক্তির কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পান, যিনি উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি (সাঃ) বলেন, এই ব্যক্তির মাঝে খোদাভীতি রয়েছে; তিনি ছিলেন হযরত মিক্বদাদ বিন আমর (রাঃ)।

আল্লাহতা'লা আমাদেরও ইসলামের তাৎপর্য বুঝার তৌফিক দান করুন, মহানবী (সাঃ) এর উম্মতী হবার দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন এবং নিজেদের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
22 November 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org